ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 882-887
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.080

নারী-পুরুষের দাম্পত্য রসায়ন: কণা বসু মিশ্রের নির্বাচিত উপন্যাস

ইপ্সিতা দেব, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, অসম,* ***ভারত***

Received: 20.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstarct

There are good and bad sides in every relationship in human life, but a woman's experience in marital relationship always brings out a little different story. It is normal not to ask questions about a happy marital relationship, but questions arise about marital discord, various neglect of women in marriage, humiliation, torture, torture or gender discrimination. People build houses with the hope of happiness, but in the absence of happiness, when unhappiness settles in that house, irony is created. Conflict between a husband and wife can be created for thousands of reasons, but if the level of conflict is prolonged, as a result, the woman has to endure unbearable torture. Even though the number of women in the society is low, it cannot be said that it is about to disappear. The lives of those minority women are almost endangered today. Women need to get rid of this danger, they need to find a way out. In the 21st century, if the patriarchal attitude of that mythical time settles in the minds of people who have advanced in the modern way of thinking, the marital relationship will not be relaxed even after a long time from today.

21st century writer Kana Basu Mishra's novel is an analysis of how and why a marital relationship can take a turn for breakdown and how women's lives are endangered as a result. Along with that, there will be glimpses of the description of how women will overcome these dangers and establish their self-respect.

Key words *- Marriage, Relationship, Suffer, Extra affair*

কণা বসু মিশ্রের জন্ম বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় এবং লেখালেখি শুরু করেন বিংশ শতকের প্রায় শেষের দিকে এসে বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যের একজন দক্ষ লেখক কণা বসু মিশ্র জন্মসূত্রে পাহাড় ঘেরা রাজ্য অসমের বাসিন্দা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের ১০ মার্চ লেখক কণা বসু মিশ্র অসমের তেজপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী মণীন্দ্রনাথ বসু। প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন লেখক শৈশবে তাই গাছপালা, পাহাড়, নদী ইত্যাদির মাঝে থাকার ফলে অতি অল্প বয়সেই তাঁর কালি কলমে ফুটে উঠেছে সাহিত্যের নানা অঙ্গ। এভাবেই ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠা। বাড়িতেও ছিল বেশ মননশীল পরিবেশ, ভাই-বোন অনেকেই ছিলেন লেখালেখির সাথে যুক্ত। বিগত শতকের সাতের দশকের প্রথম থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। এখনো প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা পাওয়া যায়। নিজের এই লেখালেখির গুণের জন্য দেশে-বিদেশে বহু সাহিত্য সভায় তিনি ডাক পেয়েছেন। তাঁর সাথে সাথে লেখকের ঝুলিতে রয়েছে নানান সম্মান ও পুরস্কার।

দাম্পত্য সম্পর্কের ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখি যে সময়ের সাথে সাথে নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কগুলো পূর্বের তুলনায় অনেকটা সহজ হয়েছে তবে আধুনিকতার

অগ্রগতির সাথে সাথে সম্পর্কগুলোর ভেতরে নতুন নতুন সমস্যার জন্ম নিয়েছে। নারী স্বাধীনতার পূর্বে নারীকে আমরা দেখেছি অন্তেবাসিনী রূপে। বহির্জগত তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না, অন্দরমহলের ঘানি টানতে টানতেই তাদের জীবনের বিদায় বেলা চলে আসত। সে জায়গা থেকে বিবর্তনের ফলে নারী শিক্ষার অধিকার পেল নারী কিন্তু এতেই কি সমস্যার সমাধান হয়েছে? একেবারেই নয় বরং নারীকে কিভাবে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখা যায় সেই চেষ্টাই চালিয়েছে সমাজের কিছু বর্গ মানুষ। তার মধ্যে যে শুধুই পুরুষের ভূমিকা ছিল তা বলা ভুল হবে এক্ষেত্রে কিছু নারীও নারীর শত্রু হয়ে উঠেছিল। এর পরবর্তীতে আমরা দেখি যে সমাজ সভ্যতা এতটা আধুনিক হবার পরও আশাপূর্ণার সত্যবতীর জীবন খুব একটা সহজ ছিল না। এটা সমাজের আসল চিত্র কারণ এ সত্যবতী কোনো সাধারণ সাহিত্যের কাল্পনিক নায়িকা নয়। সত্যবতী সমাজের আসল সত্যের মুখোশ খোলার এক নাম। এভাবে নারীর জীবনে একের পর এক বিবর্তন হতে হতে বর্তমানের নারী ঘর এবং বাহির দুটোই সমানভাবে সামলাচ্ছে, কিন্তু এইসবের মধ্যেও বহু সমস্যার সম্মুখীন তাদের হতে হয়। সময়ের সাথে সাথে সমস্যাগুলোর আধুনিকীকরণ হয়েছে মাত্র, আর কিছুই নয়। এভাবেই নারীর দাম্পত্যের সাথে তালে তাল মিলিয়ে নারী যখন কর্মজগতে পা রাখে তখন তাকে মুখোমুখি হতে হয় নানা সমস্যার। সেইসব জটিলতার রসায়নের ফলে দাম্পত্যের এক বিচ্ছিন্ন রূপের বর্ণনা তুলে ধরেছেন কণা বসু মিশ্র তাঁর 'ছেঁড়া ঘুড়ি' এবং 'ঝড়ের পরে' নামক দুটি উপন্যাসে।

পেশাগতভাবে একজন শিক্ষক নারীর কর্মজগৎ এবং সাংসারিক জীবনকে ঘিরে রচিত উপন্যাসের শুরুতেই আমরা এক ভেঙে যাওয়া সংসারের সূচনার বার্তা পাই। মেয়েটির নাম দেবলীনা যে স্কুল শিক্ষক এবং তার স্বামী প্রদীপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে যার নাম মৌরি। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি এই মেয়েকে নিয়ে দেবলীনা স্বামী সংসার ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে এবং এর কারণ অনুসন্ধানে যখন আমরা উপন্যাসের গভীরে যাই তখন দেখি যে দেবলীনার স্বামী অর্থাৎ প্রদীপ্ত তার ছাত্রীর সাথে পরকীয়ায় জড়িত। এরপরই যেন স্ত্রীর প্রতি তার অসভ্য আচরণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল। প্রদীপ্ত স্ত্রীকে রাতে মাতাল হয়ে এতটাই মার-ধর করত যে দেবলীনা এবং মৌরি ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতো প্রদীপ্তকে দেখে। প্রদীপ্তের এই অবস্থার বর্ণনা দিতে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে বলেন যে,' শ্রীলতার প্রেমে পড়ে কাটা পায়রার মত যন্ত্রণায় ছটফট করত প্রদীপ্ত । হয়ত সেই যন্ত্রণা ভোলার জন্যই রাত দশটার পর বাড়ি ফিরে প্রতিদিন বোতল নিয়ে বসত ও মধ্যপান করতে করতে খানিকটা নেশাগ্রস্থ হলে তার মাথায় রক্ত চন চন করে উঠত। ওর ভেতরের পশুত্ব জেগে উঠত। সেই পশুত্বকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত ও দেবলীনার ওপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে'।[১] শুধু যে শারীরিকভাবে দেবলীনা অশান্তির শিকার হচ্ছিল তা নয় মানসিকভাবেও সে ভেঙে পড়েছিল কারণ প্রদীপ্তের এই নষ্টামির জেরে আত্মীয়-স্বজন, তার কর্মক্ষেত্রে এমনকি তার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে নানা কথা। যা একজন নারীর কাছে অসহনীয় যন্ত্রণা বহন করে আনে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে যখন দেবলীনা প্রদীপ্ত এবং শ্রীলতার প্রেমের গল্প শুনতে পেত তখন তার মধ্যে এক তীব্র অসহায়তা কাজ করত কারণ যে প্রদীপ্তকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে সে প্রদীপ্ত প্রেমের বৈচিত্র খুঁজতে গিয়ে আজ এক বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। নিজের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করার ফলে যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন নারী হয় তবে সে সেই কথা সহজে পরিবারদের সাথে ভাগ করে নিতে পারে না কারণ একজন নারীর মধ্যে এই প্রবণতা কাজ করে যে সেক্ষেত্রে পরিবার তাকেই দোষী বলে ঘোষণা করবে। এই একই প্রবণতার প্রকাশ দেবলীনার মধ্যেও ছিল যার ফলে সে সবটা যতদূর সম্ভব সহ্য করে গেছে। আর এই সহনশীলতার জেরে অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেবলীনার স্বামীর এই পরিবর্তনের পূর্বে তাদের দুজনের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ছিল। যে প্রদীপ্ত একটা সময় দেবলীনা ছাড়া কিছুই বুঝতো না পরে সেই প্রদীপ্তের মুখে আমরা শুনি, 'যতদিন প্রেম ছিল ঠিক ততদিনই। যতদিন স্বামী সুলভ দায়িত্ববোধ ছিল ঠিক ততদিনই। শ্রীলতা প্রদীপ্তের জীবনে আসায় স্ত্রীর প্রতি সব প্রেম নিঃশেষ হয়ে গেছে।'[২] এ যেন প্রদীপ্তের এক প্রকার ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে দেবলীনার প্রতি। এটা যে প্রদীপ্তের জীবনের প্রথম পদস্খলন তা নয় এর পূর্বেও সে বিভিন্ন নারীর সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে কিছু কিছু তার ছাত্রী, কেউ কেউ আবার তারই বন্ধুর স্ত্রী। তাই এ স্বভাব যেন প্রদীপ্তের রক্তে মিশে গেছে। ছাত্রীদের বাড়িতে পড়ানোর সময় প্রদীপ্ত যে নোংরামিগুলো করতো তারও প্রমাণ পাই আমরা দেবলীনার বাড়ির পরিচারিকা পারুলের মুখ থেকে। এই পরিচারিকা পারুলই একদিন আবিষ্কার করেছিল যে

প্রদীপ্ত ছাত্রী পড়ানোর নাম করে দরজা বন্ধ করে এক প্রকার ব্যভিচার চালাচ্ছে দেবলীনার অলক্ষ্যে, এবং সেই পরিচারিকা পরবর্তী সময়ে দেবলীনাকে সেসব বিষয়ে অবগত করালে প্রদীপ্ত দেবলীনাকে ভুলভাল বুঝিয়ে সেসব বিষয় এড়িয়ে যায়। কিন্তু যদি আমরা শুরু থেকে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে প্রদীপ্তের চরিত্রের মধ্যে এক প্রকার মিশে গেছে মুখ বদলের খেলা। একমুখ ওর বেশি দিন পছন্দ হয় না, তাই রুচি পাল্টাতে সে নারী পাল্টায় এবং ঘনঘন নারীর সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে শেষমেষ তাদের সংসার দু'টুকরো হতে বাধ্য হয়েছে। এখানে যে শুধুই প্রদীপ্ত দোষী তা একতরফা বলা যায় না কারণ যেসব নারীদের সঙ্গে প্রদীপ্ত ঘনিষ্ঠতায় লিপ্ত হয়েছিল সেসব নারীরাও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি কিংবা সাময়িক সুখ লাভের বাসনায় এ ধরনের অবৈধ সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছিল। তাই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এক নারীই অন্য নারীর সংসার ভাঙার জন্য দায়ী হয়ে পড়ছে এক্ষেত্রে।

যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এত অনীহা সেই স্ত্রী দেবলীনাকে একটা সময় ভালোবেসে অর্থাৎ দীর্ঘ প্রণয়ের পরিণতি স্বরূপ প্রদীপ্ত বিয়ে করেছিল। তখন দেবলীনা ছিল প্রদীপ্তের চোখের মনি। কিন্তু এই ভালোবাসা আজ আর নেই। দেবলীনা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর চোখের বালি। দেবলীনা এখন প্রদীপ্তের কাছে একরকম একঘেয়েমিতে পরিণত হয়েছে। কারণ দেবলীনার চাইতে প্রদীপ্তের ছাত্রী শ্রীলতা অনেকটা বেশি মন ভরাতে জানে প্রদীপ্তের। শ্রীলতার যৌবনের প্রতি প্রদীপ্তের এক প্রকার লোভ জন্ম নিয়েছে যে লোভ থেকে সে স্ত্রীকে অবহেলার পাত্র করে রেখেছে। এই অবহেলা যখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে তখন তৈরি হয়েছে দুজনের মধ্যে নানা অশান্তি এবং এর বিনিময়ে দাম্পত্যে এসেছে ভাঙন। এই ভাঙন যে একা দেবলীনার দাম্পত্যের বর্ণনা দিচ্ছে তা নয়, দেবলীনার মতো হাজারো নারীর জীবন যন্ত্রণার গল্প লুকানো রয়েছে এই ভাঙনে।

দেবলীনা স্বাবলম্বী একজন নারী। সে প্রতিষ্ঠিত নিজের জীবনে। মাস গেলে তার আয়ের উৎস থেকে কম হোক বা বেশি মোটামুটি খেয়ে পড়ে কাটিয়ে দেবার যোগাড় হয়ে যায়। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এই মেয়েও সাংসারিক হেনস্তার প্রভাবে মানসিকভাবে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে সংসার চালাতে সেই হিমশিম খাচ্ছে। কারণ, যে প্রদীপ্তকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সেই প্রদীপ্তের এই পরিবর্তনতার মানসিক অবস্থায় আঘাত এনেছিল। দেবলীনা কিছুতেই ভাবতে পারছিল না যে এ ও সম্ভব। কিন্তু প্রদীপ্তের ক্ষেত্রে এখন সবটাই সম্ভব। সে জীবনে বৈচিত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, এবং সে বৈচিত্র্যময় জীবনে যখন দেবলীনা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার এক প্রকার রাগ হয় নিজের ওপর। সেই রাগ থেকে সে ভাবতে থাকে যে কেন সে মাত্র ২৫ বছর বয়সে ছাদনাতলায় বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল একটি মেয়ের হাত ধরে? কেনই বা সে নিজের মনকে বিকিয়ে দিতে গেল দেবলীনার কাছে? দেবলীনার মধ্যে কি এমন স্বর্গের সুখের খোঁজ পেয়েছিল সে? অথবা দেবলীনাই বা কেন হঠাৎ করে তার কাছে অসাধারণ হতে গেল? সেই অনুশোচনাই যেন প্রদীপ্তকে ঘিরে ধরেছে। এই অনুশোচনার আগুনে সে রাত দিন জ্বলছে। এর ফলে তার মধ্যে প্রতিনিয়ত নানা পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে।

জীবনটা আসলেই একটা নাটক। আজকের একরকম মানুষ কালই দুম করে অন্যরকম হয়ে যায়। কিন্তু একজন ব্যক্তির এই বিচিত্র স্বাদের চাহিদায় বদলে যাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যায় বহু মানুষের জীবন, বহু সম্পর্ক। প্রদীপ্তের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। তার এই পরিবর্তনকে ঘিরে তছনছ হয়ে গেছে তার স্ত্রী দেবলীনা এবং মেয়ে মৌরীর জীবন। যারা নিজেদের জীবনটা কল্পনা করেছিল এই প্রদীপ্তকে ঘিরে, তাদের সব চাওয়া পাওয়া একলহমায় মিটিয়ে দিয়ে প্রদীপ্ত চলে গেল নিজের রুচি বদলাতে। যে রুচি বদলের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নিজের মেয়েকে তাচ্ছিল্য ভরে অবজ্ঞা করে সেই পিতার পিতৃত্ব নিয়ে এখানে পাঠক মনে প্রশ্ন জাগে। সে আদৌ কেমন পিতা? সংসার, সম্পর্ক এসব যেন তার কাছে কিছুই নয়। ঘর বাঁধা এবং ঘর ভাঙা যেন তার একটা নেশায় পরিণত হয়েছে। আর এই নেশার বশে প্রদীপ্ত সবটা তোয়াক্কা না করে শুধু নারীসঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে পড়েছে বারংবার।

একটা সময় আমরা দেখেছি সমাজ সংস্কারের ভয়ে দেবলীনা শারীরিক-মানসিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন শিকার করেও সংসারকে টিকিয়ে রাখার দায়ে সবটা মানিয়ে নিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে সে সব প্রতিবন্ধকতাকে তোয়াক্কা না করে বেরিয়ে এসেছিল মুক্তির খোঁজে। এখানে এই দেবলীনা চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সমাজের দুই স্তরের নারীর মানসিকতার চিত্র একপ্রকার তারা যারা নানা অসহনীয় অত্যাচারকে স্বামীর অধিকার বলে মেনে নেয় এবং আরেক দল তারা যারা প্রথা ভেঙে প্রতিবাদের সরব হয়ে উঠে। দুই শ্রেণীর নারীর প্রতিনিধিত্ব করছে এখানে দেবলীনা।

এই দেবলীনা স্বাবলম্বী তবুও তার মধ্যে যেন সম্পর্কে একরকম হেরে যাওয়ার আর্তনাদ লুকিয়ে রয়েছে। দেবলীনা শিক্ষিত আধুনিক নারী কিন্তু তাকে তার স্বামীর জন্য নানারকম ভাবে নিজের কর্মজগতে গঞ্জনার শিকার হতে হয়েছে। প্রদীপ্তর কাছে যারা পড়তে আসতো তারা তাদের গুরুপত্নীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো এবং বৌদি বলে ডাকত সেই ছাত্রগুলোই একটা সময় দেবলীনার অবস্থা দেখে অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে পড়ে। আমরা দেখি উপন্যাসে সে ছাত্রগুলি প্রায়ই দেবলীনার সাথে দেখা করতে আসত এবং দেবলীনার প্রতি তাদের যে সম্মান সে সম্মান থেকে তারা দেবলীনার এরূপ হেনস্তা কিছুতেই সহ্য করতে পারত না আমরা তাদের বলতে শুনি, 'যদি বলেন তো ওদের পিটিয়ে দিই।

> 'দেবলীনা বলত, - কি হবে পিটিয়ে? ও নিজেই একদিন ওর ভুল বুঝতে পারবে ।
> ভুল কি বলছেন বউদি। এর আগেও স্যার দু'তিনটে মেয়ের সাথে নোংরামি করেছেন। তবে তাদের নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে লিভ টুগেদার করার সাহস অবশ্য করেননি। এই মেয়েটিও আসলে একেবারে বাজে। রুটলেস ফ্যামিলির মেয়ে। নইলে কি আর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আর একজনের সঙ্গে লিভ টুগেদার করে?'[৩]

তারা তাদের সমবেদনার জায়গা থেকে দেবলিনার প্রতি নিজেদের সমবেদনা দেখিয়েছে এবং দেবলীনা এর সাথে হওয়া নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। যদিও দেবলীনা তাদের সায় দেয়নি কারণ তার মন মানসিকতা তখন এক প্রকার ভেঙে গেছে এবং সে মানসিকতা থেকে তার ধারণা যে প্রদীপ্তের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চাইতে মেয়েকে নিয়ে শক্ত হয়ে এ সমাজে টিকে থাকাটাই হবে তার আসল প্রতিশোধের বার্তা। এছাড়াও তাকে নানা জনের কাছে নানা তীর্যক কথায় অপমানিত হতে হয়েছে। এই যে প্রতিনিয়ত পরকীয়া কিংবা অবৈধ প্রেমের দায়ে একটা করে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া তা বর্তমান দাম্পত্যের রসায়নকে দিন দিন নিম্ন মাত্রায় পৌঁছে দিচ্ছে। সমাজ-সভ্যতা যতটা আধুনিক হয়েছে তার সাথে সাথে সমস্যাগুলোরও নবীনীকরণ হয়েছে এবং এর পরবর্তীতে নারী-পুরুষের দাম্পত্য রসায়ন যেন কোথাও গিয়ে এক অনিশ্চয়তায় ঠেকেছে।

সেই দাম্পত্য বিলম্বনার জড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তার উৎস সন্ধানে ঔপন্যাসিক 'ছেঁড়া ঘুড়ি' উপন্যাসটির সিরিজ স্বরূপ রচনা করেছেন 'ঝড়ের পরে' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের নামের মধ্যে দিয়েই বোঝা যাচ্ছে যে পূর্ববর্তী উপন্যাসের নায়িকা দেবলীনার বৈবাহিক জীবনে যে ঝড় এসেছিল সেই ঝড়ের পরে তার জীবনের অবস্থা কিরূপ ছিল তা নিয়ে ঔপন্যাসিক এই সিরিজটি রচনা করেছেন, যেখানে আমরা দেখি দুজন নারী-পুরুষের দাম্পত্য কলহের জেরে একজন সন্তান কতটা হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং সেই বিচ্ছিন্নতার কারণে সন্তানের যে হেনস্তার পরিস্থিতি তৈরি হয় তার প্রমাণ এই মৌরী চরিত্রটি। যে মা-বাবার মাঝখানে অদৃশ্য সুতোর মতো ঝুলছে, সে না পাচ্ছে মায়ের সম্পূর্ণ আদর না পাচ্ছে বাবার ভালোবাসা, দুজনকে একসাথে নিয়ে থাকার তার যে বাসনা তা প্রায় অসম্ভব। মনে মনে মেয়েটা চায় বাবা-মা সবাই মিলেমিশে একই ঘরে থাকতে কিন্তু তা যখন হয় না তখন সে ধীরে ধীরে মনমরা হয়ে পড়ে। বাবার সঙ্গ ছাড়ার পর থেকে যেন মৌরীর জীবনের সব আনন্দগুলো চলে গেছে। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য হেনস্তার ফলে সন্তানদের যে পেন্ডুলামের মতো ঝুলতে হয় তার প্রমাণ পাই উপন্যাসের আরও একটি খুদে চরিত্র দেবাপমের মধ্যে। সেও মা-বাবার সম্পর্কে টানাপুর এনের মধ্যে ঝুলছে। এই দেবাপম মৌরীর সাথে একই ক্লাসে পড়ে এবং দু-জনের মধ্যে এই মা-বাবার বিচ্ছেদের বিষয় নিয়েই আলোচনা চলতে থাকে। একজন সন্তানের মা-বাবার প্রতি এক প্রকার মায়া থাকে যে মায়া থেকে তারা একসাথে মা-বাবা দুজনকেই পেতে চায়, আর যখন তারা পায়না তখন তাদের মধ্যে একপ্রকার একাকীত্ব কাজ করে যে একাকীত্ব থেকে মৌরীকে বলতে শুনি,'মা, বাবা কবে আসবে? আবার আসবে তো? মা বলেছে, নিশ্চয় আসবে। এইতো সবে তিনদিন হল। না এসে পারবেই না ।

হ্যাঁ, সেই আশা নিয়েই মৌরী দিন গুনছে। আঙুল গুনে ও দেখল, পুরো তিনদিন তার মানে কাল-পরশুই বাবা আসবে। আজও তো আসতে পারে। বাবা যদি আসে, মৌরী আর কিছুতেই যেতে দেবে না। ও খুব কাঁদবে। বাবাকে জড়িয়ে ধরে আটকে রাখবে।'[৪] এই যে সন্তানের পিতার প্রতি স্নেহ তা যেন নিষ্পাপ এক মায়া যাকে এক পিতা

অবলীলায় উপেক্ষা করে অবৈধ প্রণয়ে ব্যস্ত। সাংসারিক দোলাচলতার প্রভাবে যে প্রতিটি সন্তান কতটা ভুক্তভোগী হয় তার প্রমাণস্বরূপ উপন্যাসে উঠে এসেছে এই মৌরী চরিত্রটি।

'ঝড়ের পরে' উপন্যাসের শেষে যখন দেখি প্রদীপ্ত মৌরীদের ভাড়া বাড়িতে আসে মৌরীর ভরণ পোষণের দায় সারতে তখন মৌরী বাবাকে নিয়ে মনে মনে অনেক স্বপ্ন বোনে কিন্তু সেই স্বপ্নে ভাঁটা পড়ে যখন মৌরী ঘর থেকে বাইরে এসে মাকে জিজ্ঞেস করে, 'মা, বাবা কোথায়?

- বাবা চলে গেছে ।

- মৌরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। বলল, আমাকে কেন ডাকলে না?

দেবলীনা বলল, তোমাকে তো তোমার বাবা ডাকেনি। তাই আমি আর ডাকিনি। মৌরী অভিমানহত গলায় বলল, আমি ছুটে গিয়ে বাবাকে ডেকে আনি?'[৫] এখানে দেখা যাচ্ছে মা-বাবার দাম্পত্য যুদ্ধের শিকার হচ্ছে ওই নিষ্পাপ শিশুটি। যে শিশুটি এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে অবগত নয়, সে শুধু তার বাবাকে মায়ের সাথে প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করতে দেখেছে এবং সে অত্যাচারের ফলে তার মা যে এক প্রকার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাও এই শিশুটি বুঝতে পারছে। কিন্তু বাবার প্রতি যে এক অমোঘ মায়া সেই মায়া থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না কিছুতেই তাই বারে বারে বাবাকে অন্বেষণ করছে সে তার দৈনন্দিন জীবনে। একটা সময় যে জটিলতা গুলোর দায়ে মা এবং মেয়ে আলাদা হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে জটিলতা এই শিশুটির বোঝার কথা নয়। কিছু সময় পরে তার মাথা থেকে সেসব জটিলতা বেরিয়ে গেছে। সে বাবার সাথে কাটানো ভালো সময়গুলোকে বারংবার উপভোগ করতে চাইছে আবার ফিরে পেতে চাইছে সেই নন্দিত শৈশবকে। যে শৈশবে বাবা মায়ের ছাত্র ছায়ায় তার দিনগুলো স্মরণীয় দিন হয়ে উঠতো। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি বিরূপ মনোভাবের ফলে মৌরী বাবার স্নেহের পরশ পাওয়ার আগেই বাবার থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। বর্তমান সমাজে দাম্পত্যে ভাঙ্গন প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে যে সন্তানদের মন-মানসিকতায় কি প্রকার প্রভাব পড়ে তা কেউ গভীরে গিয়ে ভেবে দেখেনা।

বিশ্বায়নের এই যুগে নারী-পুরুষ উভয়েই এগিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে। কিন্তু এই অগ্রসরের পথেও নারীর বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হয় তাদের। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা। সেই প্রতিকূল সম্পর্কে প্রভাব তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক কণা বসু মিশ্র তাঁর এই দুটি উপন্যাসে। যেখানে প্রথম সিরিজে তিনি তুলে ধরেছেন অবৈধ প্রণয়ের কারণে কিভাবে সংসার ভেঙে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় সিরিজে দেখিয়েছেন মা-বাবার দাম্পত্য কলহের বোঝা কিভাবে সন্তানকে বয়ে বেড়াতে হয়। যা আজকের সমাজের কঠিন বাস্তবতা, যে বাস্তবতা থেকে আমাদের উত্তরণের বার্তা দিতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ২০২১, পৃষ্ঠা- ৫৬
২. বসু মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ২০২১, পৃষ্ঠা-৬০
৩. বসু মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ২০২১, পৃষ্ঠা-৯২
৪. বসু মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ২০২১, পৃষ্ঠা-৮৫
৫. বসু মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ২০২১, পৃষ্ঠা- ১০৪

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

১. বসু, মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, গার্গী প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০১৪, প্রথম সংস্করণ ১ লা বৈশাখ ২০২১

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আজাদ, হুমায়ূন, নারী, কাকলী প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০৬৭, প্রথম সংস্করণ জুন ২০১৭
২. গুহ, লতিকা, স্ত্রী লিঙ্গ, দীপায়ন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০২১
৩. চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ, অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা ৭০০০২৬, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫